কলযিুগরে কছি বশিষ্টি বশৈষ্টি

কলযিুগরে কছি বশিষ্টি বশৈষ্টি

ঋষি মার্কন্ডেয়ে মহাভারতে কলযিুগরে কছি বশিষ্টি বশৈষ্টি প্রকাশ করছেন যমেন:-

1. কলযিুগে বশৈষ্টিভাগ (99.99 %) নারীদরে সতীত্ব, সততা ও সত্য থাকবে না।
2. শাসকরা প্রজাদরে সুরক্ষা দবে না বরং তারা বিপিজ্জনক এবং ভয়ঙ্কর বলে বিবেচিতি হবে।
3. কাম ও লোভ এবং কামে বাধা পাইয়া ক্রোধ সাধারণ প্রবণতা হবে।
4. শুধুমাত্র স্বার্থের কারণে কোন ধর্ম-অধর্ম বিচার না করে মানুষ একে অপরকে হত্যা করবে।
5. কারো সামনে শপথ / প্রতিজ্ঞা / প্রতশ্রুতি / কাহাকেও কথা দেওয়ার কোনো মূল্য থাকবে না।
6. নশোজাতীয়, পানীয় ও মাদকরে প্রতি আসক্তি একটি সাধারণ উন্মাদনায় পরিণত হবে।
7. বশৈষ্টিভাগ (99.99 %) নারীরা বিবেগত ভাবে & চরিত্রগতভাবে & নৈতিকভাবে এবং মনুষ্য জীবনে মূল উদ্দেশ্য রূপি দায়িত্ব-কর্তব্যকর্ম বোধগত ভাবে পুরুষের চেয়ে বেশি কলুষিত হবে। বশৈষ্টিভাগ (99.99 %) নারীরা জ্ঞান-বুদ্ধি থাকুক বা না থাকুক- সবকছিকে নিজের অনুসারে সবকছি পরিচালনা করার চেষ্টা করবে।
8. প্রকৃত সাধুদরে সম্মান করা হবে না এবং পরিবর্তে তারা তাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান, সরল ও ধার্মিক জীবনধারা এবং মূল্যবান শিক্ষার জন্ম বারবার বিনা কারণে উপহাস ও অপমানিত হবে।
9. শক্তিশালী প্রভাবে ধর্ম, সত্যবাদিতা, পরিচ্ছন্নতা, সহনশীলতা, দয়া, জীবনে সময়কাল, শারীরিক শক্তি এবং স্মৃতিশক্তি দিন দিন হ্রাস পাবে।
10. শুধুমাত্র সম্পদই একজন মানুষের শুভ জন্ম, সঠিক আচরণ এবং সুকৃষ্ণ গুণাবলীর চহিন হিসেবে বিবেচিতি হবে। এবং আইন ও ন্যায়বিচার প্রয়োগ করা হবে শুধুমাত্র কৃষ্ণতার ভিত্তিতে।
11. পুরুষ এবং মহিলারা একত্রে বসবাস করবে শুধুমাত্র শারীরিক আকর্ষণের কারণে এবং নারীত্ব এবং পুরুষত্ব বিচার করা হবে একজনরে যত্নতার দক্ষতা অনুযায়ী।
12. একজন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিতি হবনে কারণ তারা বদে লিখিত ব্রাহ্মণের দায়িত্ব পালন না করে বরং পতী ধারণ করার কারণে।
13. ব্যবসায় সাফল্য প্রতারণার % উপর নির্ভর করবে।
14. একজন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক মর্যাদা বাহ্যিক প্রতীক(যমেন সাধক, নপিণ্ড ভক্ত, পণ্ডিত ইত্যাদি) শুধুমাত্র বাহ্যিক চহিন অনুসারে নির্ণয় করা হবে" যমেন রুদ্রাক্ষ বা তুলসী মালা, তলিক (কপালে একটি চহিন), □---সাধুতা বিচার করা হবে শুধু বাহ্যিক পোশাক & মালা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে।
15. একজন ব্যক্তি যোগ্যতা নিয়ে গুরুতরভাবে প্রশ্নবদ্ধ হবে যদি সে ভাল জীবিকা অর্জন না করে। আর কথার ছলচাতুরিতে খুব চতুর সে একজন বদিগ্ধ পণ্ডিত বলে বিবেচিতি হবে।
16. একজন ব্যক্তির জীবনকে ধন্য সার্থক জীবন বলা হবে যদি তার কাছে অনৈতিক পথে উপার্জিত অর্থ এর পরিমাণ বেশি থাকে, এবং তার অনৈতিক , অন্যায়, অধর্ম, ভন্ডামি,লোকদেখানো পরোপকার রূপি কর্মকে পুণ্য এবং প্রকৃত কর্ম হিসাবে গ্রহণ করা হবে।

17. শুধুমাত্র মটোখকি চুক্তরি মাধ্যমে কাগজে লেখা চুক্তরি মাধ্যমে বিবাহের ব্যবস্থা করা হবে; বিবাহের বন্ধনকে নৈতিক মূল্যবোধ এবং একটি সঠিক বৈদিক অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন হবে না।

18. শাস্ত্রের শট্ট অবস্থাকে বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা (উদাহরণস্বরূপ একটি স্নান-বা বাইরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্ত্র) মহাপবিত্রতার নির্দেশ এর সম্পূর্ণতাকে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

19. নতি-অনতি বিবেক বিচার, বৈদিক অনুশাসন, প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞান, চিন্তার বিশুদ্ধতা বা জীবনযাপন পদ্ধতিতে করার প্রয়োজন হবে না। আধ্যাত্মিক বিষয়ের কোন গুরুত্ব থাকবে না □ তথাকথিত শ্রম সন্ন্যাসী, সাধু ও ব্রাহ্মণদের ঘরেও নৈতিকতা থাকবে না □- ধর্ম ও দয়ার কোন কর্ম থাকবে না।

20. ভগবান কৃষ্ণ ব্রহ্মপুরাণে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, "কলিযুগ - আদর্শ ও মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের জন্য চরম কষ্টে পূর্ণ হবে"।

কলিযুগের এই সব দোষণুলি প্রকৃত মানুষের জীবনযাত্রাকে খুব অবাঞ্ছিত করে তোলে, তবে এই যুগের একটি বড় গুণ রয়েছে যা কলিযুগের সমস্ত ত্রুটিগুলি পূর্ণ করে। যমেন ভাগবত বলেছেন- □---সহে গুণটি হচ্ছে "শুধুমাত্র প্রেমময়, মানসিক স্মরণের সাথে নতি-অনতি বিচারের সাথে বৈদিক অনুশাসন পালন এবং গুরু প্রদত্ত ইস্টমন্ত্র / ঐশ্বরিক নাম জপ করার মাধ্যমে বা গুরুদত্ত সাধনার মাধ্যমে, যে কেউ জড় জগতের জন্ম-মৃত্যু রুপি ভবসমুদ্র অতিক্রম করতে পারে এবং সেই মুহুর্ত থেকে অনন্তকালের জন্য ঐশ্বরিক বাসস্থান অর্জন করতে পারে" এবং যা সমস্ত ঐশ্বর লাভ বা মোক্ষলাভ প্রত্যাশীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এই গুণের কারণে মহান পরমহংসরাও এই কলিযুগে পৃথিবীতে অবতরণ করতে চান।

সংশ্লিষ্ট কলিযুগে উল্লিখিত সময়ের জন্য ভক্তি করার সুফল

সত্যযুগে 48 বছর এ নতি-অনতি বিচার সহকারে অখন্ডিত ভাবে বৈদিক অনুশাসন পালনে পশুত্ব ভাবের নাশ হয় এবং মনুষ্য ভাবের উদয় হয়, তারপর আরো 48 বছর পালনে দবে ভাবের উদয় হয়, তারপর আরো 48 বৎসর পালনে ব্রহ্ম ভাবের উদয় হয় - অর্থাৎ 144 বছর অখন্ডিত ভাবে পালনে কোন জীবাত্মা এর মধ্যে ব্রহ্ম ভাব সূচনা হয় তারপর জীবাত্মা আত্মজ্ঞানের যোগ্যতা লাভ করে

ত্রতায়ুগে 36 বছর এ নতি-অনতি বিচার সহকারে অখন্ডিত ভাবে বৈদিক অনুশাসন পালনে পশুত্ব ভাবের নাশ হয় এবং মনুষ্য ভাবের উদয় হয়, তারপর আরো 36 বছর পালনে দবে ভাবের উদয় হয়, তারপর আরো 36 বৎসর পালনে ব্রহ্ম ভাবের উদয় হয় - অর্থাৎ 108 বছর অখন্ডিত ভাবে পালনে কোন জীবাত্মা এর মধ্যে ব্রহ্ম ভাব সূচনা হয় তারপর জীবাত্মা আত্মজ্ঞানের যোগ্যতা লাভ করে

দ্বাপর যুগে 24 বছর এ নতি-অনতি বিচার সহকারে অখন্ডিত ভাবে বৈদিক অনুশাসন পালনে পশুত্ব ভাবের নাশ হয় এবং মনুষ্য ভাবের উদয় হয়, তারপর আরো 24 বছর পালনে দবে ভাবের উদয় হয়, তারপর আরো 24 বৎসর পালনে ব্রহ্ম ভাবের উদয় হয় - অর্থাৎ 72 বছর অখন্ডিত ভাবে পালনে কোন জীবাত্মা এর মধ্যে ব্রহ্ম ভাব সূচনা হয় তারপর জীবাত্মা আত্মজ্ঞানের যোগ্যতা লাভ করে

কলিযুগে 12 বছর এ নতি-অনতি বিচার সহকারে অখন্ডিত ভাবে বৈদিক অনুশাসন পালনে পশুত্ব ভাবের নাশ হয় এবং মনুষ্য ভাবের উদয় হয়, তারপর আরো 12 বছর পালনে দবে ভাবের উদয় হয়, তারপর আরো 12 বৎসর পালনে ব্রহ্ম ভাবের উদয় হয় - অর্থাৎ 36 বছর অখন্ডিত ভাবে পালনে কোন জীবাত্মা এর মধ্যে ব্রহ্ম ভাব সূচনা হয় তারপর জীবাত্মা আত্মজ্ঞানের যোগ্যতা লাভ করে

মনুষ্য জাতির গড় পূর্ণ আয়ু শাস্ত্র অনুসারে:---

সত্যযুগে মনুষ্য জাতির গড় পূর্ণ আয়ু = 120 মানব স্টার বছর

ত্রতায়ুগে মনুষ্য জাতির গড় পূর্ণ আয়ু = 108 মানব স্টার বছর

দ্বাপরযুগে মনুষ্য জাতির গড় পূর্ণ আয়ু = 96 মানব স্টার বছর

কলযুগে মনুষ্য জাতরি গড. পূর্ণ আয়ু = 84 মানব সটোর বছর

মনুষ্য জাতরি ধর্মের আচার আচরণ এর গতিবিধি এবং যুগের প্রভাব অনুযায়ী মনুষ্য জাতরি পূর্ণ আয়ুর গড. আয়ু প্রতি যুগে 10% (10 শতাংশ) করে কমতে থাকে এবং সেই দিকেই সেই যুগের মানুষদের পূর্ণ গড. আয়ু ধরা হয়.

(এখানে ব্যতিক্রমী দরে কথা বলা হচ্ছে না কারণ ব্যতিক্রম প্রতি যুগে যুগেই থাকে- এখানে শুধু সর্বসাধারণের জন্য বলা হচ্ছে)

কলযুগে নতি-অনতি বচির সহকারে অখন্ডতি ভাবে বৈদিক অনুশাসন পালনে বা ক্রিয়াযোগ যোগসাধনায়. বা যবে কোন সাধনায়. বা যবে কোনও ব্রহ্মবদ্যা সাধনায়. জ্ঞানযোগ বা ভক্তযোগ বা তন্ত্র যোগ বা কর্মযোগ বা সোযোগ □- অর্থাৎ যবে কোন প্রকারে সাধনায়. □-- যবে সময়. লাগে সত্যযুগের তার চারগুন সময়. লাগে তাই — এক কথায়. বলা যায়. যবে এই যুগে ঈশ্বর-উপলব্ধিকরা অন্য যুগের তুলনায়. সবচেয়ে সহজ। শাস্ত্র অনুসারে 2036 খ্রিস্টাব্দে যবে যদেনি অক্ষয়. তৃতীয়া তথিপিড.বে সদেশি থেকে আবার বৈবস্বত মনুর 28 তম দব্যযুগ মন্বন্তরের কলযুগের অবসান হয়ে 29তম দব্য যুগ মন্বন্তরের নূতন চারটি যুগের ক্রমান্বয়.কি ধারায়. প্রথম সত্যযুগ শুরু হবে । তাই শাস্ত্র এর নিয়ম অনুসারে কলযুগের 12 বছরের সাধনায়. যবে স্থতিলাভ হয়. সেইটি যদি কটে 2036 সালের পর শুরু করে (29তম দব্য যুগ মন্বন্তরের নূতন সত্যযুগ শুরু হওয়ার কারণে) সেই অবস্থায়. প্রাপ্ত (সম্পূর্ণ অখন্ডতি ভাবে সাধনা করলেও) করতে কমপক্ষে 48 বছর সময়. লাগবে ।

তাই শাস্ত্র এর নিয়ম অনুসারে এই কলযুগে আমাদের আর 13 -14 বছর সময়. আছে সাধনায়. স্থতিলাভ করার জন্য□ কলযুগকে দেওয়া ভগবানের অপূর্ব কৃপার সুযোগকে (যবে কোন সাধনায়. চার গুন কম সময়. এ সাফল্য) কাজে লাগাবার জন্য এই সময়. আমাদের কাছে অতীব দুর্মূল্য□ তাই কারোরই আর এক মুহূর্ত সময়. নষ্ট করা উচিত নয়. । আমরা এই কলযুগের অন্তিমি চরণে বাস করছি যদি কটে এই দুর্মূল্য অমূল্য সময়. কটে নষ্ট করে তার মতন দুর্ভাগা আর কটে থাকবে না□- কারণ এই একই সাধনা করতে তার কমপক্ষে 48 বছর অখন্ডতি সময়. লাগে যাবে□ আরজে 12 বছর পারনো সবে 48 বছর আর কি করবে এটা অতীব নিজেরে নিজেরে কাছে সন্দেহেরে বিষয়.□-- তাই আমাদের কারুরই আর এক মুহূর্ত এই ভগবত প্রদত্ত কলযুগের অমূল্য সময়. নষ্ট করা উচিত নয়. ।